IslamHouse.com

সুস্বাগত মাহে রমযান

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٤٤٥٤٩٠٠ ٩٦٦١١+ فاكس: ٤٩٧٠١٢٦ ٩٦٦١١+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

أهلا بك يا رمضان

(باللغة البنغالية)

علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

□□□□□□□□□□ □□□□□□□............

রমযান বরকতময় মাস। মুবারক মৌসুম, যাতে প্রতি রাতেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় অগণিত মানুষকে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কুরআন-সুন্নাহ’র আলোকে রমযানের পূর্বপ্রস্তুতি ও সূচনাপর্বের করণীয় তুলে ধরা হয়েছে।

1

সুস্বাগত মাহে রমযান

বাড়িতে বিশেষ কোনো বিশেষ মেহমান আসার তারিখ থাকলে আমরা পূর্ব থেকেই নানা প্রস্তুতি নেই। ঘর-দোর পরিষ্কার করি। বিছানাপত্র সাফ-সুতরো করি। পরিপাটি করি বাড়ির পরিবেশ। নিশ্চিত করি মেহমানের যথাযথ সম্মান ও সন্তুষ্টি রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা। তারপর অপেক্ষা করতে থাকি মেহমানকে সসম্মানে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমাদের দুয়ারেও আজ কড়া নাড়ছে এক

2

[illegible]! [illegible]! [illegible]-

«إذا كَانَ أَوَّلُ ليْلَةٍ من شَهرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّياطِينُ ومَرَدَةُ الجِنِّ، وغُلِّقَتْ أبوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ منْهَا بَابٌ، وفُتِحَتْ أبوَابُ الجَنَّةِ فلمْ يُغْلَقْ منْها بَابٌ، ويُنَادِي مُنَادٍ: يا بَاغِيَ الخَيرِ: أَقْبِلْ، ويا بَاغِيَ الشَّر: أَقْصِرْ، ولله عُتَقَاءُ مِنَ النَّار وذَلكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

“[illegible]

আগমন করে শয়তান এবং অবাধ্য জিন্নদের শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়; খোলা রাখা হয় না কোনো দ্বার, জান্নাতের দুয়ারগুলো অর্গলমুক্ত করে দেওয়া হয়; বদ্ধ রাখা হয় না কোনো তোরণ। এদিকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, ‘হে পুণ্যের অনুগামী, অগ্রসর হও। হে মন্দ-পথযাত্রী থেমে যাও’। আবার অনেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আর এমনটি করা হয় রমযানের প্রতি

4

রাতেই”।

1

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই রমযান আসার পূর্ব থেকেই রমযানের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। শাবান মাসে অধিকহারে নফল রোযা পালনের মাধ্যমে তিনি রমযানে সিয়াম সাধনার আগাম প্রস্তুতি নিতেন। পূর্বানুশীলন করতেন। তদুপরি তিনি সাহাবীদেরকে রমযানের শুভাগমনের সুসংবাদ দিতেন।

1 তিরমীযী, হাদীস নং ৬৮২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৬৪২; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৪৩৫। সহীহুত-তিরমিযীতে শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
5

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□,

«أَنَّ رَسُــولَ اللــهِ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يُبَشِّرُهُمْ : « قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَـرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْــوَابُ الْجَنَّةِ، وَيُغْلَــقُ فِيــهِ أَبْـوَابُ الْجَحِيمِ، وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَــةٌ خَيْـرٌ

مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَــدْ حُرِمَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী-সাথীদের এ মর্মে সুসংবাদ শোনাতেন, ‘তোমাদের সমীপে রমযান মাস এসেছে। এটি এক মোবারক মাস। আল্লাহ তা ‘আলা তোমাদের ওপর এ মাসের সাওম ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দ্বার খোলা হয়। বন্ধ রাখা হয় জাহান্নামের দরজা। শয়তানকে বাঁধা হয় শেকলে। এ মাসে একটি রজনী রয়েছে যা সহস্র মাস থেকে উত্তম। যে

এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে যেন যাবতীয় কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো”।

2

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, এ মাস আসার আগেই এর
যথার্থ মূল্যায়নের জন্য
প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
নীরবে এসে নীরবে চলে যাওয়ার আগেই এ মহান অতিথির যথাযথ সমাদর করা। এ মাস যেন আমাদের বিপক্ষে দলীল না হয়ে দাঁড়ায় সে জন্য
প্রস্তুতি সম্মান করা।

2 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২৪২৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৮৯৭৯; শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৩২৪। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
8

কারণ, মাসটি পেয়েও যে এর উপযুক্ত মূল্য দিল না, বেশি বেশি পুণ্য আহরণ করতে পারল না এবং জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পরোয়ানা পেল না, সে বড় হতভাগ্য। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো এমন ব্যক্তি আল্লাহর ফিরিশতা ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদ-দো‘আর অধিকারী। কারণ, এমন ব্যক্তির ওপর জিবরীল আলাইহিস সালাম লা‘নত করেছেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 9

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible]! [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ارْتَقَى الْمِنْبَرَ فَقَالَ :« آمِينَ آمِينَ ». فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ :«قَالَ لِى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ، ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ، ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ

أَحَــــدَهُمَا فَلَمْ يَـــدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمِينَ».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতপর বললেন, আমীন, আমীন আমীন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল , এটা আপনি কী করলেন ? তিনি বললেন, জিবরীল আমাকে বললেন, ওই ব্যক্তির নাক ধূলি ধুসরিত হোক যার সামনে রমযান প্রবেশ করলো অথচ তাকে ক্ষমা করা হলো না। আমি শুনে বললাম, আমীন (আল্লাহ কবূল করুন)। এরপর তিনি বললেন , ঐ ব্যক্তির

নাক ধূলি ধুসরিত হোক যার সামনে আপনার কথা আলোচিত হয় তথাপি সে আপনার ওপর দরূদ পড়ে না। তখন আমি বললাম, আমীন (আল্লাহ কবূল করুন)। অতপর তিনি বললেন, ওই ব্যক্তির নাক ধূলিধুসরিত হোক যে তার পিতামাতা বা তাঁদের একজনকে পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না। তখন আমি বললাম, আমীন (আল্লাহ কবূল করুন)”।

3

3 সহীহ বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৬৪৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। সহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ১৮৮৮; বাইহাকী, হাদীস নং ৮২৮৭।
12

রমযানকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, রমযানের চাঁদ দেখে নিম্নের দো‘আটি পাঠ করা। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চাঁদ দেখতেন, তখন তিনি বলতেন,

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَـانِ ، وَالسَّـــلامَةِ وَالإِسْـــلامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ».

উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল ইউমনি ওয়াল-ঈমান ওয়াস-

সালামাতি ওয়াল-ইসলাম, রাব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ’।

“হে আল্লাহ আপনি একে আমাদের ওপর বরকত ও ঈমানের সঙ্গে এবং সুস্থতা ও ইসলামের সঙ্গে উদিত করুন, তোমার এবং আমার রব হলেন আল্লাহ”।

4

অতপর একে স্বাগত জানানোর সর্বোত্তম উপায়, রমযানকে সকল গুনাহ থেকে বিশেষ তাওবার সঙ্গে গ্রহণ করা। কারণ, এটাতো তাওবারই

4 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৫১, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৩৯৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৮৮৮।
14

মৌসুম। এ মাসে তাওবা না করলে তাওবা করবে কবে? অনুরূপভাবে রমযানকে স্বাগত জানানো ইবাদতে দ্বিগুণ চেষ্টা, দান-সাদাকা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-ইস্তেগফার এবং অন্যান্য নেক আমল অধিক পরিমাণে করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং এ দো‘আর মাধ্যমে- হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি মত রোযা রাখার এবং তারাবীহ আদায় করার তাওফীক দাও।

তাই আসুন আমরা এ মহান অতিথিকে বরণ করে নিয়ে এ

15

মাসের দিন-রাত্রিগুলো এমন আমালের মধ্য দিয়ে কাটানোর প্রস্তুতি নেই যা আমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় করে তুলবে। আমরা যেন সেসব লোকের দলে অন্তর্ভুক্ত না হই যারা রসনা তৃপ্তির রকমারি আয়োজন ও সালাত বরবাদ করার মাধ্যমে রমযানকে স্বাগত জানায়। আমরা যেন সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হই যারা রমযান পাওয়ার পরও আল্লাহর কাছে মাগফিরাত না পেয়ে নিজেকে আল্লাহর ফিরিশতা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদ-16

দো‘আর যোগ্য বানায়। আল্লাহ তা ‘আলা আমাদের কবুল করুন। আমীন।